দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকাঃ শনিবার, ২০ চৈত্র, ১৩৯৩

জাল সার্টিফিকেটের মৌসুম

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের মত দেখতে দেখতে মহানগরে জাল সার্টিফিকেট ব্যবসার মৌসুমও এসে পড়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বাৎসরিক ঋতু পরিক্রমায় শিক্ষাপঞ্জী অনুসারে ইতিমধ্যে কোন কোন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কোন কোন পরীক্ষা নিয়ে এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরীক্ষার হলে অবাধ গণ-টোকাটুকির দাবীতে তুমুল হৈ-হাঙ্গামা চলছে। সুতরাং পরিস্থিতি যাই হোক, সামনে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পালা এবং সঙ্গত কারণেই জাল সার্টিফিকেট ব্যবসায়ের 'সিজন টাইম'।

সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ ইতিমধ্যে এই ব্যবসার জমজমাট কারবার শুরু হয়ে গেছে। এই কারবারীদের কাছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এর মধ্যে বোর্ডের এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি, পরীক্ষার সার্টিফিকেটের চাহিদাই বেশী। সিজন টাইমে এই সব সার্টিফিকেটের এক একটির দাম ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠে। অন্য সময়ে অত উঁচু দাম থাকে না। যার কাছ থেকে যে যা নিতে পারে। খবরে প্রকাশ, জাতির জন্য লজ্জাকর হলেও, শিক্ষাবোর্ডের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী জাল সার্টিফিকেট তোয়ের ও বিক্রির ব্যবসায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ঢাকা বোর্ডের একটি কর্তৃপক্ষীয় মহল এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মচারী এমনই সংঘবদ্ধ যে, তাদের বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। ব্যবস্থা নিতে গেলেই 'ধর্মঘটের' হুমকি দেওয়া হয়। অনুরূপ আর একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ সকল ঘটনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। কিন্তু তারা জেনেও না জানার ভান করেন। অর্থাৎ এই জাল সার্টিফিকেট বিক্রয় ব্যবসা অবাধে চলতে দেওয়ায় গোটা জাতির যে সর্বনাশ ঘটছে তার দায়িত্ব তারা কেউ স্বীকার করছে না।

প্রসঙ্গতঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তারা ভুল তথ্য ও ভুল মুদ্রণ সম্বলিত বই পুস্তক বিক্রয় করে জাতির আর্থিক এবং শৈক্ষিক যে ক্ষতি সাধন করছে, তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্যও কেউ এগিয়ে আসছে না। তবে কি এটা একটা বেওয়ারিশ সম্পদে পরিণত হলো? মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড জাল সার্টিফিকেট বিক্রয় ব্যবসা প্রতিরোধ করতে পারছে না। তারা নিতান্তই অসহায়। সমভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডও ব্যাপক জাতীয় সর্বনাশকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছে বলে এখনো জানা যায় না। কিন্তু এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের অসহায়তার কারণে জাতির সর্বনাশ সরকার চুপ করে দেখে যেতে পারে না।

আমাদের বিশ্বাস, সরকার দেশব্যাপী চোরাচালান, পাচার এবং জাতীয় স্বার্থহানিকর তৎপরতা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে টাস্ক ফোর্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী ধরা পড়েছে এবং তাদের তৎপরতাও বহুলাংশে কমে এসেছে। সুতরাং আমরা অনুরোধ করব, জাল সার্টিফিকেটের তৈরী এবং ক্রয়-বিক্রয়সহ শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের কর্ম তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্বটাও টাস্ক ফোর্সের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সরকার দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের কর্ম তৎপরতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করবেন এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ সম্পর্কে বিলম্ব করার সময় আছে বলে আমরা মনে করি না।